দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 11 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

ঢাবিতে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও অনিয়ম বন্ধ হচ্ছে না। জনগণের করের টাকায় চলা উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনীতিকরণ ও স্বজনপ্রীতির পাশাপাশি ঘুষের লেনদেনও কম হচ্ছে না। কোনোভাবেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানসম্পন্ন শিক্ষকের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। 'তুলনামূলক কম ফলধারীদের' নিয়োগ দিতে দুটি পদের বিপরীতে চারজনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধার বিপরীতে দলীয় বিবেচনা, স্বজনপ্রীতিতে তুলনামূলক অযোগ্য ও কম মেধাবীদের নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হচ্ছেন মেধাবীরা, যথার্থ পাঠগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ কারণেই বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে পিছিয়ে পড়ছে। শিক্ষকতা একটি মেধানির্ভর পেশা। এখানে শিক্ষকদের নিয়মিত গবেষণা, লেখাপড়া ও জ্ঞানচর্চার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। নিয়মিত পাঠচর্চা না থাকলে পাঠদান বিঘ্নিত হবে। রাজনৈতিক কিংবা স্বজন পরিচয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে পাঠদানের আগ্রহ কম থাকে বলাই বাহুল্য। বিশ্ববিদ্যালয়কে মেধা ও পাঠচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বোচ্চ মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। ঢাবির বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে যে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে, তা খতিয়ে দেখে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। অন্যথায় উচ্চশিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামানের গুরুতর অবনতি ঘটবে। জ্ঞান-গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার স্বার্থে ইউজিসিসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে তৎপর হতে হবে।